সময়ের কণ্ঠস্বর

তারিখ … পৃষ্ঠা … কলাম …

শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের আকুতি

ক্লাস ও পরীক্ষা চলতে দিন

বাংলাদেশের দুই হাজারের বেশি কলেজে শনিবার মানববন্ধন করেছেন ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক ও কর্মচারীরা। তাদের দাবি, ক্লাস ও পরীক্ষা নির্বিঘ্ন রাখা। ২০ দলীয় জোটের অব্যাহত হরতাল-অবরোধের মুখে বিপর্যস্ত শিক্ষা ব্যবস্থাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্যই এ ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। গাজীপুরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাসে কেন্দ্রীয়ভাবে এবং কলেজগুলোর ক্যাম্পাসে অভিন্ন ব্যানারে একই সময়ে এ কর্মসূচি পালিত হয়। কর্মসূচির ব্যানারে লেখা ছিল- 'শঙ্কামুক্ত জীবন চাই/নিরাপদে ক্লাস করতে, পরীক্ষা দিতে চাই; শিক্ষা ধ্বংসকারী সহিংসতা বন্ধ করো।' জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. হারুন-অর- রশিদ বলেছেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে সেশনজটমুক্ত করতে জাতি ও শিক্ষার্থীদের কাছে তারা অঙ্গীকারবদ্ধ। সে জন্য শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে দেশের সব রাজনৈতিক দলের কাছে তাদের আহ্বান- শিক্ষার্থীদের ক্ষতি হয় এমন কোনো কর্মসূচি যেন তারা না দেয়। আন্দোলনকারী রাজনৈতিক দলগুলোর শুভবুদ্ধির উদয় হবে, এমন প্রত্যাশা আমাদেরও। চলতি বছরের ৬ জানুয়ারি থেকে ২০ দলীয় জোটের 'সর্বাত্মক' আন্দোলনে কেবল কলেজ পর্যায়ে নয়, সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই পাঠদান কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে। সবচেয়ে বিঘ্ন ঘটছে মাধ্যমিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানে। সপ্তাহের পাঁচটি কর্মদিবসে অবরোধের পাশাপাশি হরতাল আহ্বান করায় কেবল শুক্র ও শনিবার পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে। হরতাল-অবরোধ যে দল বা জোটই ডাকুক না কেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা হয় আন্দোলনের প্রতি সমর্থন নয়, বরং শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার বিষয়টিই এখানে বিবেচনায় থাকে। এবারের আন্দোলন শুরু থেকেই সহিংস। পেট্রোল বোমা ও নির্বিচারে ককটেল নিক্ষেপে দেশব্যাপীই আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। এ অবস্থায় সন্তানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠাতে অভিভাবকরা শঙ্কিত। এটা ঠিক যে, আন্দোলন অনেকটাই স্তিমিত হয়ে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। অনেক স্কুলেও চলছে পাঠদান। কিন্তু পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নয়। আমরা আশা করব, বিএনপি নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোট শিক্ষা ব্যবস্থাকে আন্দোলনের বাইরে রাখবে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যারা অধ্যয়ন করছে তাদের মধ্যে বিভিন্ন দলের নেতাকর্মী-সমর্থকদের সন্তানরা রয়েছে। যারা কোনো দল করেন না তাদের সন্তানরাও রয়েছেন। তাহলে কেন এই আত্মঘাতী পদক্ষেপ?